২০০৮-০৯ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট ও শিক্ষা খাত

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

গত ৯ জুন তারিখে অর্থ উপদেষ্টা ড. মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের বাজেট ঘোষণা করেছেন। মাত্র ৫০০ কোটি টাকা দিয়ে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের বাজেটের অভিষেক হলেও মাত্র ৩৮ বছরের ব্যবধানে তা এসে দাঁড়িয়েছে ৯৯৯৬২ কোটি টাকায়। গত অর্থ বছরে যেখানে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ ছিল ১৪.৫%, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে তা থেকে ২.২% কমিয়ে করা হয়েছে মোট বাজেটের ১২.৩%। আগামী অর্থ বছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বাজেট বরাদ্দ নামিয়ে আনা হয়েছে ২য় অবস্থানে, বাড়ানো হয়েছে অনুৎপাদনশীল খাতের ব্যয় বরাদ্দ।

শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে এবারের ব্যয় ধরা হয়েছে মোট বাজেটের ১২.৩% অর্থাৎ প্রায় ১২ হাজার ৩০০ কোটি টাকা যা গত অর্থ বছরের তুলনায় সাড়ে ৩শ' কোটি টাকা কম। শিক্ষা খাতে এবারের বাজেটে নতুন কোন চমক দেখা যায়নি। গতানুগতিক বাজেট অর্থ উপদেষ্টা প্রস্তাব করেছেন শিক্ষা খাতের জন্য যদিও জাতির প্রত্যাশা ছিল অনেক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধনে কিছুই বলা হয়নি বাজেট বক্তৃতায়। ইতিপূর্বে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন শুধু। বরাদ্দ নেই তেমনটা।

প্রাথমিক শিক্ষা

অর্থ উপদেষ্টা বাজেট বক্তৃতায় প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন- প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ, গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রায় ১ হাজার ৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ছয় বছর মেয়াদি দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। বছরে প্রায় ৫৫ লাখ ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষাবঞ্চিত ৩৩ লাখ নব্যস্বাক্ষর ব্যক্তির অর্জিত শিক্ষাকে ধরে রাখা এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। তিনি বলেন, শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থী শিক্ষকের অনুপাত ৫৫ থেকে ৪৬-এ কমিয়ে আনা এবং ২০০৯ সালের মধ্যে নীট ভর্তির হার ৯০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে চলমান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

এ সম্পর্কে সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আব্দুল আওয়াল তালুকদার বলেন, আগামী অর্থ বছরে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে আনা হয়েছে, এটা নেতিবাচক দিক। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে তার ব্যাপারে আমরা খুশি নই। তবে যা বরাদ্দ হয়েছে তার সুষ্ঠু বন্টন চাই। তিনি উল্লেখ করেন, প্রতি বছরে শিক্ষা খাতের বাজেট থেকে অন্য খাতে খরচ করা হয় এবং ফাঁকিঝুকির আশ্রয় নেয়া হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

অর্থ উপদেষ্টা এ বিষয়ে বলেন, দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৯৮ শতাংশ বেসরকারী। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী অর্থ প্রদানকে (Mpo subvention) তাদের অর্জিত সাফল্যের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। পাইলট ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে এবং মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ কাজ করছে। তিনি বলেন, শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে শিক্ষার গুণগত মানের বৈষম্য বাড়ছে। এ বৈষম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে যে সকল উপজেলার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় নেই, সেখানে একটি করে মডেল উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং ৬৩টি বিদ্যালয়কে মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরের জন্য বাছাই করা হচ্ছে। তিনি বলেন, নারী শিক্ষার তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতির ফলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীর সংখ্যা ৫২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ অবস্থায় ছাত্রদের ভর্তির হার বাড়ানোর লক্ষ্যে ছাত্রী উপবৃত্তির পাশাপাশি আগামী বছর ১২১টি উপজেলার দরিদ্র ছাত্রদের জন্য উপবৃত্তির কার্যক্রম চালু করা হবে। তিনি বলেন, ছাত্রীদের উপবৃত্তি কার্যক্রমেও শিক্ষার মান বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়ে নীতিমালা পরিমার্জন করা হবে। তিনি উল্লেখ করেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ২-৩ শতাংশ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অধ্যয়ন করছে। জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে দেশের যুবশক্তিকে অধিক হারে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, গত কয়েক বছর বেসরকারী খাতে উচ্চ শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষার মান ধরে রাখার লক্ষ্যে সম্প্রতি সরকার বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-২০০৮ অনুমোদন করেছে। উক্ত অধ্যাদেশের আওতায় গঠিত হবে এক্রিডিটেশন কাউন্সিল (Accreditation council)। এই কাউন্সিল উচ্চ শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক মানের সাথে তুলনা করে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মানগত অবস্থান নির্ধারণ করবে। ভৌতবিজ্ঞান, গাণিতিক বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য গত বছরের বরাদ্দকৃত ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ থেকে বাড়িয়ে আগামী বছরে এ বাবদ ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী উপবৃত্তি খাতে আগামী অর্থবছরের জন্য ৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা চলতি অর্থবছরে ছিল ৫ কোটি টাকা। শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা শিশুদের ছবির বই এবং ছবি আঁকার বইয়ের উপর ১০ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপিত ছিল। কিন্তু এ ধরনের বইয়ের উপর আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে বইগুলো দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) ব্যাপক ব্যবহার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জাতীয় ই-গভর্নেন্স স্ট্যাটেজি এবং জাতীয় আইসিটি রোডম্যাপ প্রণীত হচ্ছে। তিনি বলেন, বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুবিধার্থে আইটি সমমূলধন তহবিল হিসাবে (ইক্যুইটি এন্টারপ্রেনরশীপ ফান্ড) আগামী অর্থবছরেও ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত শিক্ষাখাতের বরাদ্দ সম্পর্কে বলেন, শিক্ষাখাতের বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণা খাতে বাজেট বরাদ্দ খুবই অপ্রতুল। দেশের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ব্যাপক ভিত্তিতে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান আবু আহমেদ বলেন, আগামী অর্থবছরে শিক্ষাখাতের বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজনানুযায়ী ঠিক আছে। তিনি বলেন, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষা খাতের বরাদ্দ ২য় পর্যায়ে নেমে এসেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান বলেন, দেশের শিক্ষাখাতের চাহিদানুযায়ী এক-তৃতীয়াংশ বাজেট বরাদ্দ থাকে না। তিনি বলেন, এ খাতের বরাদ্দ নিয়ে ভাঁওতাবাজি করা হয়। শিক্ষাখাতের বাজেট বরাদ্দ সর্বোচ্চ বলে অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়। ভাঁওতাবাজি হলেও প্রতিবছর শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বরাদ্দ থাকে। এবারই সম্ভবতঃ ভাঁওতাবাজি ও ভড়ঙ্গের ফাঁকি অনুসরণ করা হয়নি। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বরাদ্দ আশাব্যঞ্জক নয়। গবেষণা খাতে অনুদান খুবই অপর্যাপ্ত। তিনি বলেন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ অপ্রতুল হওয়ায় মানসম্পন্ন বিজ্ঞান শিক্ষা হুমকির মুখে পড়বে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসন সঙ্কটের কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম বলেন; আমাদের বিগত বাজেটগুলোতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতকে গুরুত্ব না দেয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। বিজ্ঞানের মূল ধারাকে অবজ্ঞা করে শুধু কম্পিউটার নিয়ে মাতামাতি করলে উন্নয়নের জোয়ার সৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই। কি শিক্ষা ক্ষেত্রে, কি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে বিজ্ঞানের প্রতি অনাগ্রহ একটি দুঃখজনক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র সৃষ্টিধর্মী মৌলিক গবেষণার অভাবেই আমরা উন্নয়ন পরিক্রমায় ঈর্ষণীয় গতি সৃষ্টিতে সফল হইনি। তিনি আরো বলেন, অবাক হওয়ার মত খবর হলো- এই রাজধানী শহরেরও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত নেই। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশী জ্বালানি, কাঁচামাল ও মানবসম্পদের সমন্বয়ে শিল্প কারখানা গড়ার দিকে মনোনিবেশ করা দরকার বলে তিনি মনে করেন।

শিক্ষাখাতে বরাদ্দ কম-বেশি যাই হোক এখন প্রয়োজন সঠিক মহাপরিকল্পনা নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতিসাধনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও গবেষণা ইত্যাদির উন্নয়নে কোন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ কাম্য নয়।

23 JUN 2008